একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য উপস্থাপন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক **(২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮)**

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২৩ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ ৭ দিন পেছানো হয়। মনোনয়নপত্র দাখিল, মনোনয়নপত্র বাছাই; প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে।

আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অনেক আগে থেকেই একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। দারিতে হলেও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংলাপ অনুষ্ঠিত হলেও সমঝোতা হয়নি। তবে আশার কথা এই যে, রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের দিক থেকে বিবেচনা করলে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে বলেই আমদের ধারণা। তবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে সুস্থ প্রতিযোগিতার জন্য যে ধরনের অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন, তা এখনও সৃষ্টি হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, নির্বাচনী প্রচারণায় বাধাদান ও হামলা, গ্রেফতারি-হয়রানি ইত্যাদির কারণে অনেক প্রার্থীই নির্বিঘ্নে প্রচার কাজ চালাতে পারছেন না। কেউ কেউ প্রচারে নামতেই পারছেন না। এই নির্বাচনে ভোটদানের জন্য ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত সংঘর্ষ-সহিংসতার খবরগুলো দেখে ভোটারদের মধ্যে অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারা না পারা নিয়ে শঙ্কা ও সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। সকল প্রার্থীর জন্য নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগসহ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি না হলে, ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আর ভোটাররা যদি অবাধে ভোটকেন্দ্রে না যেতে পারে, তবে সেই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলা যাবে না। সেই নির্বাচনকে বলা যাবে না- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন। আমরা মনে করি, নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হতে পারে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক পরিবেশ; যা নিশ্চিত করা অতীব জরুরি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে চূড়ান্তকৃত ভোটার তালিকায় মোট ১০,৪১,৯০,৫৭৩ জন ভোটার রয়েছে; এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫,২৫,৪৭,২৯৪ জন এবং নারী ভোটার ৫,১৬,৪৩,২৭৯ জন। মোট তরুণ ভোটার রয়েছে ২ কোটি ৩১ লাখেরও অধিক।

সুজন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পাশাপাশি স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, **সংবাদ সম্মেলন, জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, ভোটারদের মাঝে প্রার্থীদের তথ্যচিত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক প্রচারণা, সোশাল মিডিয়ায় প্রচারণা, মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা ইত্যাদি।** সৎ যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দেওয়ার জন্য। এজন্য আমরা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, ফৌজদারি মামলার বিবরণ, প্রার্থী ও প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয়, সম্পদ, ঋণ ও দায়-দেনা ও আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্য তুলে ধরছি। এর মধ্য দিয়ে এই নির্বাচনে কি ধরনের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তা ভোটাররা জানতে পারবেন; পাশাপাশি স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তারা আগ্রহী হবেন।

প্রার্থী মনোনয়নের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক সংখ্যক মনোনয়ন ফরম (১২ হাজারেরও অধিক) বিক্রি করেছিল। জানা যায়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সর্বোচ্চ ৪৫৮০টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪০২৩টি ও জাতীয় পার্টি ২৮৬৫টি ফরম বিক্রি করেছে (সূত্র: প্রথম আলো)। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। সকল রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে সর্বমোট ৩০৬৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। নিকট অতীতের নির্বাচনগুলোর মধ্যে এটিও একটি রেকর্ড। মনোনয়নপত্র বাছাইয়েও রেকর্ড সংখ্যক ৭৮৬ জনের মনোনয়ন পত্র বাতিল করেছিলেন রিটার্নিং অফিসাররা। বাতিলকৃতদের মধ্য থেকে নির্বাচন কমিশন থেকে আপিলে বৈধতা পেয়েছেন ২৪৩ জন এবং আমাদের জানা মতে, এখন পর্যন্ত কোর্ট থেকে বৈধতা পেয়েছেন ২২ জন। সর্বশেষ জানা গিয়েছে যে, মোট ১৮৭১ প্রার্থী এই নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

আমরা জোটগত পরিচিতিকে প্রাধান্য দিয়েই তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। তবে দলীয়ভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৯৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীদের তথ্য পৃথকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে ছকে আমরা জোট/দলগত পরিচিতি যেভাবে তুলে ধরেছি, তা হচ্ছে: **মহাজোট; জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় ঐক্যজোট; বাম গণতান্ত্রিক জোট; ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ; অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র**।

এবারের নির্বাচনে ৬৬ জন নারী প্রার্থী ৬৭টি নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন; যা অতীতের যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে বেশি। **মহাজোট থেকে ২২ জন** (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-১৯ জন, জাতীয় পার্টি-২ জন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ- ১ জন); **জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় ঐক্যজোট থেকে ১৩ জন** (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি-১১ জন, পিপলস পার্টি অব বাংলাদেশ-পিপিবি-১ জন ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ-১ জন)**; বাম গণতান্ত্রিক জোট থেকে ৪ জন** (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-১ জন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-১ জন ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-২ জন); **অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে ২২ জন** (জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-১ জন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি-৪ জন,

জাকের পার্টি-৩ জন, জাতীয় পার্টি-৪ জন. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-২ জন, গণফ্রন্ট- ১জন, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-১ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি-২ জন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- ১ জন ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ- ৩ জন) এবং **স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ৬ জন** নারী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য রওশন এরশাদ মহাজোট থেকে একটি এবং জাতীয় পার্টি থেকে একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নারীদের মনোনয়ন প্রদানের দিক থেকে জোটগতভাবে মহাজোট এবং দলগতভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে রয়েছে। নারী প্রার্থীদের নামের তালিকা সংযুক্তি আকারে (সংযুক্তি-১) সংযোজিত হলো।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থী হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৭৮জন। জোটগত ও দলগত অবস্থান থেকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, **মহাজোট থেকে ১৮ জন** (সকলেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী); **জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় ঐক্যজোট থেকে ১৩ জন** (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি-৬ জন ও গণফোরাম-১ জন)**; বাম গণতান্ত্রিক জোট থেকে ২৭ জন** (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-১৫ জন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-৮জন ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-৪ জন); **অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে ২৩ জন** (জাতীয় পার্টি-৩ জন. ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি-৩ জন, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-১ জন, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন-১ জন, জাকের পার্টি-১ জন, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ- ৩ জন, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-৩ জন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-১ জন, গণফোরাম-২ জন, গণতন্ত্রী পার্টি- ১ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি-১ জন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- ২ জন ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-১ জন) এবং **স্বতন্ত্র হিসেবে ৩ জন** ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের দিক থেকে জোটগতভাবে বাম গণতান্ত্রিক জোট এবং দলগতভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে রয়েছে। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেমন জোটগতভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, তেমনি একই দল থেকে জোটের বাইরেও অংশ নিচ্ছে।

এ পর্যন্ত আমাদের জানামতে ১৮৭১ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, আমরা তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে পারছি ১৮৪২ জনের। কেননা ১৪ জন প্রার্থীর প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে (বিএনপি-১২ জন ও স্বতন্ত্র- ২ জন)। পাশাপাশি তথ্য নেই ১৫ জন প্রার্থীর (মহাজোট- ১ জন: মোঃ নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যশোর-২; মোঃ গোলাম রব্বানী, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট/বিএনপি, রংপুর-৫ এবং মনযুরুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম-৩; অন্যান্য ১২জন)। ফলে ২৯ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ আমরা তুলে ধরতে পারছি না।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

রাজনৈতিক জোট/ দল	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মহাজোট	১১ ৩.৬৮%	৭ ২.৩৪%	৩৮ ১২.৭১%	১১৪ ৩৮.১৩%	১২৮ ৪২.৮১%	১ ০.৩৩%	**২৯৯** **১০০%**	১ জনের তথ্য নেই
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট	১২ ৪.১৮%	১২ ৪.১৮%	২৮ ৯.৭৬%	১১০ ৩৮.৩৩%	১২০ ৪১.৮১%	৫ ১.৭৪%	**২৮৭** **১০০%**	স্থগিত ১২ জন, তথ্য নেই ১ জন
বাম গণতান্ত্রিক জোট	২৯ ১৯.৭৩%	৮ ৫.৪৪%	২০ ১৩.৬১%	৪৪ ২৯.৯৩%	৪৬ ৩১.২৯%	০ ০.০%	**১৪৭** **১০০%**	জোটগত ও দলগত মিলিয়ে
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৫৭ ১৯.১৯%	৩১ ১০.৪৪%	২৬ ৮.৭৫%	৩১ ১০.৪৪%	১৪৭ ৪৯.৪৯%	৫ ১.৬৮%	**২৯৭** **১০০%**	১ জনের তথ্য নেই
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	১৩৭ ১৯.৭৪%	৯০ ১২.৯৭%	৮০ ১১.৫৩%	১৮৩ ২৬.৩৭%	১৯৫ ২৮.০৯%	৯ ১.২৯%	**৬৯৪** **১০০%**	১২ জনের তথ্য নেই
স্বতন্ত্র	২০ ১৬.৯৫%	৭ ৫.৯৩%	১৩ ১১.০২%	৩৩ ২৭.৯৭%	৪৪ ৩৭.২৯%	১ ০.৮৫%	**১১৮** **১০০%**	স্থগিত ২ জন
সর্বমোট	**২৬৬** **১৪.৪৪%**	**১৫৫** **৮.৪১%**	**২০৫** **১১.১৩%**	**৫১৫** **২৭.৯৬%**	**৬৮০** **৩৬.৯১%**	**২১** **১.১৪%**	**১৮৪২** **১০০%**	**২৯ জনের তথ্য নেই**

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বমোট ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১১৯৫ জন বা ৬৪.৮৭%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮০.৯৩% (২৪২ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮০.১৩% (২৩০ জন) বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৬২.২২% (৯০ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫৯.৯৩% (১৭৮ জন) অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫৪.৪৬% (৩৭৮ জন) স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৬৫.২৫% (৭৭ জন)। মহাজোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় **জোট** প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার ৮০%-এরও বেশি।

- ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর শতকরা হার ২২.৮৫% (৪২১ জন)। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৬.০২% (১৮ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮.৩৬% (২৪ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২৫.১৭% (৩৭ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২৯.৬২% (৮৮ জন) অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৩২.৭০% (২২৭ জন) স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২২.৮৮% (২৭ জন)।

- ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার ১৪.৪৪% (২৬৬ জন)। শিক্ষাগত যোগ্যতার কলাম পূরণ না করা ২১ জনকে ধরলে এই হার দাড়ায় ১৫.৫৮% (২৮৭ জন)। শিক্ষাগত যোগ্যতার কলাম পূরণ না করা ১ জনসহ মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৪.০১% (১২ জন) জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫.৯২% (১৭ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৯.৭৩% (২৯ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২০.৮৭% (৬২ জন) অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৯.৭৪% (১৩৭ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৬.৯৫% (২০ জন)।

পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

রাজনৈতিক জোট/ দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মহাজোট	১২ ৪.০১%	১৮০ ৬০.২০%	**১৫** ৫.০২%	৩৯ ১৩.০৪%	০ ০.০%	৪৯ ১৬.৩৯%	৪ ১.৩৪%	**২৯৯** **১০০%**	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট	১৬ ৫.৫৭%	**১৮৪** ৬৪.১১%	১৭ ৫.৯২%	২৭ ৯.৪১%	৪ ১.৩৯%	২৮ ৯.৭৬%	**১১** ৩.৮৩%	**২৮৭** **১০০%**	
বাম গণতান্ত্রিক জোট	২৬ ১৭.৬৯%	৪৩ ২৯.২৫%	২২ ১৪.৯৭%	**১৪** ৯.৫২%	০ ০.০%	৩৭ ২৫.১৭%	৫ ৩.৪০%	**১৪৭** **১০০%**	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	**১৯** ৬.৩৯%	**১২৩** ৪১.৪১%	**১১০** ৩৭.০৩%	**১০** ৩.৩৭%	০ ০.০%	২২ ৭.৪১%	**১৩** ৪.৩৮%	**২৯৭** **১০০%**	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	৪৯ ৭.০৬%	৩৬৪ ৫২.৪৫%	**১১৪** ১৬.৪৩%	৫৬ ৮.০৭%	**১০** ১.৪৪%	৭২ ১০.৩৭%	২৯ ৪.১৮%	**৬৯৪** **১০০%**	
স্বতন্ত্র	৮ ৬.৭৮%	৬৭ ৫৬.৭৮%	১২ ১০.১৭%	**১১** ৯.৩২%	২ ১.৬৯	**১৩** ১১.০২%	৫ ৪.২৩%	**১১৮** **১০০%**	
সর্বমোট	**১৩০** **৭.০৬%**	**৯৬১** **৫২.১৭%**	**২৯০** **১৫.৭৪%**	**১৫৭** **৮.৫২%**	**১৬** **০.৮৭%**	**২২১** **১১.৯৯%**	**৬৭** **৩.৬৪%**	**১৮৪২** **১০০%**	

- ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের পেশা (৫২.১৭% বা ৯৬১ জন) ব্যবসা। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৬০.২০% (১৮০ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৬৪.১১% (১৮৪ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ২৯.২৫% (৪৩ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৪১.৪১% (১২৩ জন) অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫২.৪৫% (৩৬৪ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫৬.৭৮% (৬৭ জন)। **জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট** প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার সবচেয়ে বেশি (৬৪.১১%)।

- একসময় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য হারে মনোনয়ন পেতেন। এই নির্বাচনে ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে আইন পেশার সাথে যুক্ত রয়েছেন শতকরা ৮.৫২ % (১৫৭জন)। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৩.০৪% (৩৯ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৯.৪১% (২৭ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৯.৫২% (১৪ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৩.৩৭% (১০ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮.০৭% (৫৬ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৯.৩২% (১১ জন)। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে আইনজীবিদের হার কিছুটা বেশি।

- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং সংসদ সদস্য থাকার অযোগ্য হলেও, বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। আমরা মনে করি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

রাজনৈতিক জোট/ দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মহাজোট	২০ ৬.৬৯%	**১২১** ৪০.৪৭%	৩ ১.০০%	৩৩ **১১.০৪%**	১৪ ৪.৬৮%	১ ০.৩৩%	**২৯৯** **১০০%**	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট	১৭৭ ৬১.৬৭%	১৪৮ ৫১.৫৭%	৪১ ১৪.২৯%	৩৪ ১১.৮৫%	১১০ ৩৮.৩৩%	৮ ২.৭৯%	**২৮৭** **১০০%**	
বাম গণতান্ত্রিক জোট	১৭ ১১.৫৬%	২৯ ১৯.৭৩%	০ ০.০%	০ ০.০%	৮ ৫.৪৪%	০ ০.০%	**১৪৭** **১০০%**	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১৬ ৫.৩৯%	১৯ ৬.৪০%	২ ০.৬৭%	০ ০.০%	১ ০.৩৩%	০ ০.০%	**২৯৭** **১০০%**	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	৬০ ৮.৬৫%	৭১ ১০.২৩%	৫ ০.৭২%	১০ ১.৪৪%	২০ ২.৮৮%	০ ০.০%	**৬৯৪** **১০০%**	
স্বতন্ত্র	২৩ ১৯.৪৯%	৩৪ ২৮.৮১%	৭ ৫.৯৩%	৮ ৬.৭৮%	১৩ ১১.০২%	৩ ২.৫৪%	**১১৮** **১০০%**	
সর্বমোট	**৩১৩** **১৬.৯৯%**	**৪২২** **২২.৯১%**	**৫৮** **৩.১৫%**	**১২১** **৬.৫৭%**	**১৬৬** **৯.০১%**	**১২** **০.৬৫%**	**১৮৪২** **১০০%**	

- ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১৩ জনের (১৬.৯৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ৪২২ জনের (২২.৯১%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬৬ জন (৯.০১%)। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা আছে ৫৮ জনের (৩.১৫%) বিরুদ্ধে, অতীতে ছিল ১২১ জনের (৬.৫৭%), উভয় সময়ে আছে বা ছিল ১২ জনের (০.৬৫%)।
- **বর্তমান মামলা:** মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলা রয়েছে শতকরা ৬.৬৯% (২০ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে শতকরা ৬১.৬৭% (১৭৭ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১১.৫৬% (১৭ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫.৩৯% (১৬ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮.৬৫% (৬০ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৯.৪৯% (২৩ জন)।
- **অতীত মামলা:** মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে মামলা ছিল শতকরা ৪০.৪৭% (১২১ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৫১.৫৭% (১৪৮ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে ছিল শতকরা ১৯.৭৩% (২৯ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে ছিল শতকরা ৬.৪০% (১৯ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১০.২৩% (৭১ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২৮.৮১% (৩৪ জন) ।
- **উভয় সময়ে মামলা:** মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল শতকরা ৪.৬৮% (১৪ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৩৮.৩৩ (১১০ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫.৪৪% (০৮ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.৩৩% (০১ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২.৮৮% (২০ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১১.০২% (১৩ জন) ।
- **৩০২ ধারায় বর্তমান মামলা:** মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১.০০% (০৩ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৪.২৯% (৪১ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.০০% (০০ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.৬৭% (০২ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.৭২% (০৫ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫.৯৩% (০৭ জন)।
- **৩০২ ধারায় অতীত মামলা:** মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১১.০৪% (৩৩ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১১.৮৫% (৩৪ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.০০% (০০ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.০০% (০০ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১.৪৪% (১০ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৬.৭৮% (০৮ জন)।
- **৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা:** মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.৩৩% (০১ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২.৭৯% (০৮ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.০০% (০০ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.০০% (০০ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.০০% (০০ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২.৫৪% (০৩ জন)।

- একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার মাত্র ৬.৬৯% (২০ জন) হলেও, অতীত মামলার হার ছিল ৪০.৪৭% (১২১ জন)। পক্ষান্তরে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান, অতীত ও উভয় সময়ে মামলা যথাক্রমে ৬১.৬৭% (১৭৭ জন), ৫১.৫৭% (১৪৮ জন) ও ৩৮.৩৩% (১১০ জন)।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

রাজনৈতিক জোট/ দল	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মহাজোট	২ ০.৬৭%	১৪ ৪.৬৮%	৫৪ ১৮.০৬%	৯১ ৩০.৪৩	৫৪ ১৮.০৬%	৭৮ ২৬.০৯%	৬ ২.০১%	**২৯৯** **১০০%**	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট	৮ ২.৭৯%	৫৬ ১৯.৫১%	**১১১** ৩৮.৬৮%	৪৪ ১৫.৩৩%	২২ ৭.৬৭%	৩৪ ১১.৮৫%	১২ ৪.১৮%	**২৮৭** **১০০%**	
বাম গণতান্ত্রিক জোট	৫৯ ৪০.১৪%	৪৭ ৩১.৯৭%	২৯ ১৯.৭৩%	২ ১.৩৬%	০ ০.০%	০ ০.০%	১০ ৬.৮০%	**১৪৭** **১০০%**	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৯৪ ৩১.৬৫%	১৬৯ ৫৬.৯০%	১৯ ৬.৪০%	৩ ১.০১%	১ ০.৩৪%	০ ০.০%	১১ ৩.৭০%	**২৯৭** **১০০%**	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	১৪১ ২০.৩২%	৩১০ ৪৪.৬৭%	১৫৫ ২২.৩৩%	২০ ২.৮৮%	৮ ১.১৫%	১৬ ২.৩১%	৪৩ ৬.১৯%	**৬৯৪** **১০০%**	
স্বতন্ত্র	১৬ ১৩.৫৬%	৩৫ ২৯.৬৬%	৩৯ ৩৩.০৫%	১১ ৯.৩২%	২ ১.৬৯%	৮ ৬.৭৮%	৭ ৫.৯৩%	**১১৮** **১০০%**	
সর্বমোট	**৩২০** **১৭.৩৭%**	**৬৩১** **৩৪.২৬%**	**৪০৭** **২২.০৯%**	**১৭১** **৯.২৮%**	**৮৭** **৪.৭২%**	**১৩৬** **৭.৩৮%**	**৮৯** **৪.৮৩%**	**১৮৪২** **১০০%**	

- সর্বমোট ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন ৯৫১ জন (৫১.৬৩%) প্রার্থী। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫.৩৫% (১৬ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২২.৩% (৬৪ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৭২.১১% (১০৬ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮৮.৫৫% (২৬৩ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৬৪.৯৯% (৪৫১ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৪৩.২২% (৫১ জন) ।
- সর্বমোট ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে বেশি আয় করেন ২২৩ জন (১২.১০%) প্রার্থী। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৪৪.০৬% (১৩২ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৯.৫১% (৫৬ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.০০% (০০ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.৩৪% (০১ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৩.৪৫% (২৪ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮.৪৭% (১০ জন) ।
- বছরে কোটি টাকা আয়কারী প্রার্থীর সংখ্যা ১৩৬ জন (৭.৩৮%)। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২৬.০৯% (৭৮ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১১.৮৫% (৩৪ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থী একজনও নেই। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২.৩১% (১৬ জন) ও ৬.৭৮% (৮ জন)।

- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অধিক আয়কারী প্রার্থীর সংখ্যা মহাজোটে অনেক বেশি এবং স্বল্প আয়কারী প্রার্থীর সংখ্যা বাম গণতান্ত্রিক জোটে বেশি।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

রাজনৈতিক জোট/ দল	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মহাজোট	০ ০.০%	৭ ২.৩৪%	১২ ৪.০১%	৩৪ ১১.৩৭%	১৪৮ ৪৯.৫০%	৯৩ ৩১.১০%	৫ ১.৬৭%	**২৯৯** **১০০%**	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট	১২ ৪.১৮%	৪৪ ১৫.৩৩%	৩০ ১০.৪৫%	৪৩ ১৪.৯৯%	৯২ ৩২.০৬%	৫৮ ২০.২১%	৮ ২.৭৯%	**২৮৭** **১০০%**	
বাম গণতান্ত্রিক জোট	৭৬ ৫১.৭০%	৪৮ ৩২.৬৫%	৭ ৪.৭৬%	৪ ২.৭২%	৪ ২.৭২%	০ ০.০%	৮ ৫.৪৪%	**১৪৭** **১০০%**	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১৯৬ ৬৫.৯৯%	৮২ ২৭.৬১%	৫ ১.৬৮%	৫ ১.৬৮%	১ ০.৩৪%	০ ০.০%	৮ ২.৬৯%	**২৯৭** **১০০%**	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	২৯০ ৪১.৭৯%	১১৮ ১৭.০০%	৬২ ৮.৯৩%	৩৬ ৫.১৯%	৫১ ৭.৩৫%	১৬ ২.৩১%	২১ ৩.০৩%	**৬৯৪** **১০০%**	
স্বতন্ত্র	২৮ ২৩.৭৩%	৩২ ২৭.১২%	৯ ৭.৬৩%	১১ ৯.৩২%	২০ ১৬.৯৫%	১৪ ১১.৮৬%	৪ ৩.৩৯%	**১১৮** **১০০%**	
সর্বমোট	**৬০২** **৩২.৬৮%**	**৪৩১** **২৩.৪০%**	**১২৫** **৬.৭৯%**	**১৩৩** **৭.২২%**	**৩১৬** **১৭.১৫%**	**১৮১** **৯.৮৩%**	**৫৪** **২.৯৩%**	**১৮৪২** **১০০%**	

- ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৯৭ জনের (২৬.৯৮%) সম্পদ কোটি টাকার উপরে। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮০.৬০% (২৪১ জন), জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫২.২৭% (১৫০ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২.৭২% (০৪ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ০.৩৪% (০১ জন), অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৯.৬৬% (৬৭ জন), স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২৮.৮১% (৩৪ জন)।
- প্রার্থীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক রয়েছে ১০৩৩ জন (৫৬.০৮%)। মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ২.৩৪% (৭ জন) জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ১৯.৫১% (৫৬ জন), বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৮৪.৩৫% (১২৪ জন), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৯৩.৬০% (২৭৮ জন) অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫৮.৭৮% (৪০৮ জন) স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা শতকরা ৫০.৮৪% (৬০ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে চার পঞ্চমাংশেরও অধিক কোটিপতি। পক্ষান্তরে ৫ লক্ষ টাকা কম মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশে অধিক।
- উল্লেখ্য, এখানে সম্পদের যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সম্পদের প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। কেননা, অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়না। অপর দিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না। আমরা অনেক আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনের কাছে ছকটি পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছি।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক জোট/ দল	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য

			লক্ষ						
মহাজোট	**১** ০.৩৩%	**৫** ১.৬৭%	**২** ০.৬৭%	**২** ০.৬৭%	**৯** ৩.০১%	**২২** ৭.৩৬%	**৪১** ১৩.৭১	**২৯৯** **১০০%**	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট	**১** ০.৩৫%	**৪** ১.৩৯%	**৩** ১.০৫%	**৩** ১.০৫%	**১০** ৩.৪৮%	**২৫** ৮.৭১%	**৪৬** ১৬.০৩%	**২৮৭** **১০০%**	
বাম গণতান্ত্রিক জোট	**৪** ২.৭২%	**১** ০.৬৮%	**০** ০.০%	**০** ০.০%	**০** ০.০%	**০** ০.০%	**৫** ৩.৪০%	**১৪৭** **১০০%**	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	**৯** ৩.০৩%	**৬** ২.০২%	**২** ০.৬৭%	**০** ০.০%	**০** ০.০%	**০** ০.০%	**১৭** ৫.৭২%	**২৯৭** **১০০%**	
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	**৯** ১.৩০%	**১১** ১.৫৯%	**৭** ১.০১%	**৩** ০.৪৩%	**৬** ০.৮৬%	**৯** ১.৩০%	**৪৫** ৬.৪৮%	**৬৯৪** **১০০%**	
স্বতন্ত্র	**৪** ৩.৩৯%	**২** ১.৬৯%	**২** ১.৬৯%	**৩** ২.৫৪%	**৪** ২.১৩%	**৪** ৩.৩৯%	**১৯** ১৬.১০%	**১১৮** **১০০%**	
সর্বমোট	**২৮** **১.৫২%**	**২৯** **১.৫৭%**	**১৬** **০.৮৭%**	**১১** **০.৫৯%**	**২৯** **১.৫৭%**	**৬০** **৩.২৬%**	**১৭৩** **৯.৩৯%**	**১৮৪২** **১০০%**	

- ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৭৩ জন (৯.৩৯%) ঋণ গ্রহীতা।
- ১৭৩ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন ৮৯জন (৫১.৪৪%)।
- জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার অধিক (১৬.০৩%) এবং বামগণতান্ত্রিক জোটের প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে কম (৩.৪০%)।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক জোট/ দল	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মহাজোট	৫ ১.৬৭%	২ ০.৬৭%	২০ ৬.৬৯%	**১৩** ৪.৩৫%	৮৪ ২৮.০৯%	**১৬** ৫.৩৫%	৪৯ ১৬.৩৯%	**২৯৯** **১০০%**	১৯৯ ৬৬.৫৫%
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট	**১৬** ৫.৫৭%	**১১** ৩.৮৩%	৫০ ১৭.৪২%	**১৯** ৬.৬২%	৪২ ১৪.৬৩%	**১৩** ৪.৫৩%	৩০ ১০.৪৫%	**২৮৭** **১০০%**	১৮১ ৬৩.২৬%
বাম গণতান্ত্রিক জোট	২০ ১৩.৬১%	২ ১.৩৬%	৮ ৫.৪৪%	**১** ০.৬৮%	৩ ২.০৪%	০ ০.০%	০ ০.০%	**১৪৭** **১০০%**	৩৪ ২৩.১২%
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৫১ ১৭.১৭%	৭ ২.৩৬%	**১১** ৩.৭০%	**১** ০.৩৪%	৩ ১.০১%	০ ০.০%	০ ০.০%	**২৯৭** **১০০%**	৭৩ ২৪.৫৭%
অন্যান্য	৬৯	১৮	৪২	১৮	১৭	৯	৭	**৬৯৪**	১৮০

রাজনৈতিক দল	৯.৯৪%	২.৫৯%	৬.০৫%	২.৫৯%	২.৪৫%	১.৩০%	১.০১%	**১০০%**	২৫.৯৩%
স্বতন্ত্র	১১ ৯.৩২%	২ ১.৬৯%	১১ ৯.৩২%	৪ ৩.৩৯%	৯ ৭.৬২%	১ ০.৮৫%	৫ ৪.২৪%	**১১৮** **১০০%**	৪৩ ৩৬.৪৪%
সর্বমোট	**১৭২** **৯.৩৪%**	**৪২** **২.২৮%**	**১৪২** **৭.৭১%**	**৫৬** **৩.০৪%**	**১৫৮** **৮.৫৮%**	**৩৯** **২.১২%**	**৯১** **৪.৯৪%**	**১৮৪২** **১০০%**	**৭১০** **৩৮.৫৪%**

- ১৮৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার ৩৮.৫৪% (৭১০ জন)।
- আয়কর প্রদানকারীদের মধ্যে ৫ হাজার বা তার চেয়ে কম আয়কর প্রদান করেন ২৪.২২% (১৭২জন)।
- আয়কর প্রদানকারীদের মধ্যে লক্ষাধিক টাকার অধিক আয়কর প্রদানকারী প্রার্থীর সংখ্যা ২৮৮ জন (৪০.৫৬%)। মহাজোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীদের মধ্যে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীর হার যথাক্রমে ৪৯.৮৩% ও ২৯.৬১%।
- অধিক আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৬.৫৫% (১৯৯ জন)।

আমরা জানি যে, জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত দেশের মালিক বা জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাদের মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। তাই এই পদ্ধতি বা বাছাই প্রক্রিয়া যদি সঠিক না হয়, তবে মালিকরা তাদের প্রকৃত প্রতিনিধি পান না। সে ক্ষেত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে একথা বলা যায় না। তাই, সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

সুষ্ঠু নির্বাচন করতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিও মেনে চলতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের কতগুলো মানদণ্ড রয়েছে। মানদণ্ড গুলো হচ্ছে: (ক) ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন; (খ) যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (গ) ভোটাররা অনেক বিকল্পের মধ্য থেকে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরেছেন; (ঘ) ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; (ঙ) ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা সঠিকভাবে হয়েছিলো এবং (চ) পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকী। এখনও যদি আমরা সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করি তবে কয়েক দিনের জন্য হলে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত হবে এবং নির্বাচনের জন্য সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আর সহায়ক পরিবেশ যদি থাকে, তবে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত হবে। আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি ত্রুটিমুক্ত তথা অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো।

তথ্যসূত্র: বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd). তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org

সংযুক্তি-১

মহাজোট- ২২ জন:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ১. শিরীন শারমিন চৌধুরী (রংপুর-৬), ২. মাহাবুব আরা বেগম গিনি (গাইবান্ধা-২, ৩. ইসমাত আরা সাদেক (যশোর-৬), ৪. হাবিবুন নাহার (বাগেরহাট-৩), ৫. বেগম মন্নুজান সুফিয়ান (খুলনা-৩), ৬. মতিয়া চৌধুরী (শেরপুর-২), ৭. রেবেকা মমিন

(নেত্রকোনা-৪), ৮. মমতাজ বেগম (মানিকগঞ্জ-২), ৯. সাগুফতা ইয়াসমিন (মুন্সীগঞ্জ-২), ১০. সাহারা খাতুন (ঢাকা-১৮), ১১. সিমিন হোসেন রিমি (গাজীপুর-৪), ১২. মেহের আফরোজ (গাজীপুর-৫), ১৩. সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (ফরিদপুর-২), ১৪. শেখ হাসিনা (গোপালগঞ্জ-৩), ১৫. জয়া সেন গুপ্তা (সুনামগঞ্জ), ১৬. সেলিমা আহমাদ (কুমিল্লা-২), ১৭. ডাঃ দীপু মনি (চাঁদপুর-৩), ১৮. আয়েশা ফেরদাউস (নোয়াখালী-৬) ও ১৯. শাহীন আক্তার (কক্সবাজার-৪);

জাতীয় পার্টি: ১. নাসরিন জাহান রতনা (বরিশাল-৬), ২. রওশন এরশাদ (ময়মনসিংহ-৪) এবং

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ: ১. শিরীন আখতার (ফেনী-১)।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট- ১৩ জন:

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি: ১. সাবিনা ইয়াসমিন (নাটোর-২), ২. রুমানা মোর্শেদ কনক চাঁপা (সিরাজগঞ্জ-১), ৩. রুমানা মাহমুদ (সিরাজগঞ্জ-২), ৪. সালমা আলম (পটুয়াখালী-২), ৫. জীবা আমিনা খান (ঝালকাঠি-২), ৬. সানসিলা জেবরিন (শেরপুর-১), ৭. তাহমিনা জামান (নেত্রকোনা-৪), ৮. আফরোজা আব্বাস (ঢাকা-৯), ৯. শামীম আরা বেগম (ঢাকা-১১), ১০. শামা ওবায়েদ ইসলাম (ফরিদপুর-২) ও ১১. হাসিনা আহমেদ (কক্সবাজার-১);

পিপলস পার্টি অব বাংলাদেশ-পিপিবি: ১. রিটা রহমান (রংপুর-৩) এবং

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ: ১. কুড়ী সিদ্দিকী (টাঙ্গাইল-৮)।

বাম গণতান্ত্রিক জোট- ৪ জন:

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি: ১. জলি তালুকদার (নেত্রকোনা-৪);

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ: ১. শম্পা বসু (ঢাকা-৮) এবং

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি: ১. জুঁই চাকমা (রাঙ্গামাটি) ও ২. নাঈমা খালেদ মনিকা (ঢাকা-১৬)।

অন্যান্য রাজনৈতিক দল- ২২ জন:

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি: ১. তাসমিয়া প্রধান (পঞ্চগড়-২);

ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি: ১. শাহিদা খাতুন (দিনাজপুর-৬), ২. মোছাঃ রাবেয়া বেগম (নীলফামারী-২), ৩. শামীমা নাসরিন (বরিশাল-৫), ৪. মাহফুজা আক্তার (ঢাকা-৯);

জাকের পার্টি: ১. লায়লা আঞ্জুমান আরা বেগম (রংপুর-৪), ২. নাজমা আক্তার (ময়মনসিংহ-১১), ৩. দেওয়ান কামরুন্নেছা (চাঁদপুর-৩);

জাতীয় পার্টি: ১. দিলারা খন্দকার (গাইবান্ধা-৩), ২. রওশন এরশাদ (ময়মনসিংহ-৭), ৩. রাহেলা পারভীন শিশির (গাজীপুর-৫), ৪. জেসমিন নূর বেবী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬);

বাংলাদেশ মুসলিম লীগ: ১. মেরিনা আক্তার (চুয়াডাঙ্গা-১) ও ২. হাসিনা হোসেন (ঢাকা-৮);

গণফ্রন্ট: ১. মনিরা বেগম (খুলনা-২);

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল: ১. রুপা রায় চৌধুরী (টাঙ্গাইল-৭);

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি: ১. সেলিনা সুলতানা (কিশোরগঞ্জ-৫), ২. তানিয়া রব (লক্ষীপুর-৪);

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি: ১. সুমি আক্তার শিল্পী (ঢাকা-৮) এবং

বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ: ১. সাদিকুন নাহার খান (নরসিংদী-২), ২. সামসুন নাহার (নোয়াখালী-৪) ও ৩. মমতাজ বেগম (নোয়াখালী-৪)।

স্বতন্ত্র- ৬ জন:

১. আফরুজা বারী (গাইবান্ধা-১), ২. মোছাঃ আলেয়া বেগম (জয়পুরহাট-১), ৩. চৌধুরী ফাহরিয়া আফরিন (মুন্সীগঞ্জ-৩), ৪. সালমা ইসলাম (ঢাকা-১), ৫. সাবিনা খাতুন (চট্টগ্রাম-১০) ও ৬. তানিয়া আফরিন (কক্সবাজার-১)।

সংযুক্তি-২

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থীদের তথ্য

মহাজোট- ১৮ জন:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগঃ ১. রমেশ চন্দ্র সেন (ঠাকুরগাঁও-১), ২. মনোরঞ্জন শীল গোপাল (দিনাজপুর-১) ৩. সাধন চন্দ্র মজুমদার (নওগাঁ-১), ৪. রনজিৎ কুমার রায় (যশোর-৪), ৫. স্বপন ভট্টচার্য (যশোর-৫), ৬. বীরেন শিকদার (মাগুরা-২), ৭. পঞ্চানন বিশ্বাস (খুলনা-১), ৮. নারায়ণ চন্দ্র চন্দ (খুলনা-৫), ৯. ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (বরগুনা-১), ১০. পংকজ নাথ (বরিশাল-৪), ১১. জুয়েল আরং (ময়মনসিংহ-১), ১২. মানু মজুমদার (নেত্রকোনা-১), ১৩. অসীম কুমার উকিল (নেত্রকোনা-২), ১৪. মুণাল কান্তি দাস (মুন্সীগঞ্জ-৩), ১৫. জয়া সেন গুপ্তা (সুনামগঞ্জ-২), ১৬. কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি), ১৭. দীপংকর তালুকদার (রাঙ্গামাটি) ও ১৮. বীর বাহাদুর উশৈসিং (বান্দরবান)।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট- ৭ জনঃ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিঃ ১. নিতাই রায় চৌধুরী মাগুরা-২), ২. গৌতম চক্রবর্ত্তী (টাঙ্গাইল-৬), ৩. গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (ঢাকা-৩), ৪. মিল্টন বৈদ্য (মাদারীপুর-২), ৫. মনি স্বপন দেওয়ান (রাঙ্গামাটি) ও ৬. সাচিং প্রু (বান্দরবান) এবং

গণফোরামঃ ১. সুব্রত চৌধুরী (ঢাকা-৬)।

বাম গণতান্ত্রিক জোট- ২৭ জনঃ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবিঃ ১. উপেন্দ্র নাথ রায় (কুড়িগ্রাম-২), ২. মিহির কুমার ঘোষ (গাইবান্ধা-২), ৩. শ্রী যগেশ্বর বর্মন (গাইবান্ধা-৫), ৪. অশোক কুমার সরকার (খুলনা-১), ৫. চিত্তরঞ্জন গোলদার (খুলনা-৫), ৬. সুভাষ চন্দ্র সানা (খুলনা-৬), ৭. তপন বসু (পিরোজপুর-১), ৮. দিলীপ কুমার পাইক (পিরোজপুর-৩), ৯. সমর দত্ত (মুন্সীগঞ্জ-১), ১০. মানবেন্দ্র দেব (গাজীপুর-৪), ১১. মন্টু চন্দ্র ঘোষ (নারায়ণগঞ্জ-৫), ১২. সুশান্ত ভাওয়াল (শরীয়তপুর-৩), ১৩. নিরঞ্জন দাস (সুনামগঞ্জ-২), ১৪. পীযুষ চক্রবর্ত্তী (হবিগঞ্জ-৩) ও ১৫. মৃণাল চৌধুরী (চট্টগ্রাম-৯);

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদঃ ১. শ্রী মঙ্গল চন্দ্র কিসকু (নওগাঁ-১), ২. নবকুমার কর্মকার (সিরাজগঞ্জ-এঃ১), ৩. জনার্দন দত্ত (খুলনা-৩), ৪. নিত্যানন্দ সরকার (সাতক্ষীরা-২), ৫. শম্পা বসু (ঢাকা-৮), ৬. সৌমিত্র কুমার দাস (ঢাকা-১৯), ৭. হারাধন চক্রবর্ত্তী (ফেনী-৩) ও ৮. মিলন কৃষ্ণ মন্ডল (লক্ষীপুর-৪) এবং

বাংলাদেশের বিপবী ওয়ার্কার্স পার্টিঃ ১. মনোজ কুমার সেন (সিলেট-৪), ২. প্রশান্ত দেব ছানা (মৌলভীবাজার-২), ৩. অপু দাশগুপ্ত (চট্টগ্রাম-১১) ও ৪. জুঁই চাকমা (রাঙ্গামাটি)।

অন্যান্য রাজনৈতিক দল- ২৩ জনঃ

ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপিঃ ১. প্রবীর কুমার মিত্র (ঝালকাঠি-১), ২. সুজন চন্দ্র রায় (ঢাক-৪) ৪ ৩. পরেশ চন্দ্র দাস (হবিগঞ্জ-২),

জাকের পার্টিঃ ১. বিপব চন্দ্র বণিক (ঢাকা-৭);

জাতীয় পার্টিঃ ১. সোমনাথ দে (বাগেরহাট-৪), ২. সুনীল শুভ রায় (খুলনা-১) ও ৩. শংকর পাল (হবিগঞ্জ-২),

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলঃ ১. রুপা রায় চৌধুরী (টাঙ্গাইল-৭);

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডিঃ ১. কুমারেশ চন্দ্র রায় (রংপুর-২);

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিঃ ১. বাপন দাশগুপ্ত (চট্টগ্রাম-৮) ও ২. আশীষ কুমার শীল (চট্টগ্রাম-১৬);

বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফঃ ১. দুলাল কান্তি লাল (ঢাকা-১৩), ২. দীপক কুমার পালিত (চট্টগ্রাম-১২) ও ৩. নারায়ণ রক্ষিত (চট্টগ্রাম-১৩);

বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনঃ ১. প্রাণেশ চন্দ্র পন্ডিত (ময়মনসিংহ-২);

বাংলাদেশের বিপবী ওয়ার্কার্স পার্টিঃ ১. উজ্জ্বল রায় (সিলেট-১);

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদঃ ১. প্রণব জ্যোতি পাল (সিলেট-১);

গণফোরামঃ ১. শান্তিপদ ঘোষ (মৌলভীবাজার-৪), ২. উজ্জ্বল ভৌমিক (চট্টগ্রাম-১৩);

গণতন্ত্রী পার্টিঃ ১. মানিক লাল দাস (নোয়াখাল-৩);

বাংলাদেশের বিপবী ওয়ার্কার্স পার্টিঃ ১. সজীব সরকার রতন (নেত্রকোনা-২), ২. রঞ্জন কুমার দে (বগুড়া-৫) এবং

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবিঃ ১. সন্তোষ কুমার পাল (বগুড়া-৫)।

স্বতন্ত্র- ৩ জনঃ

১. গোপাল চন্দ্র রায় (ঠাকুরগাঁও-৩), ২. নতুন কুমার চাকমা (খাগড়াছড়ি) ও ৩. উষাতন তালুকদার (রাঙ্গামাটি)।